রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

# বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ৯, ২০২৬

## বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৬ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ০৯ এপ্রিল, ২০২৬

নিম্নলিখিত বিলটি ২৬ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ০৯এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

## বা. জা. স. বিল নং-৬০/২০২৬

## জেলা পরিষদ আইন, ২০০০-এর অধিকতর সংশোধনকল্পে আনীত

# বিল

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৯ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ১৭ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে কার্যকর হইবে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **২০০০ সনের ১৯ নং আইনে নূতন ধারা ১০খ এর সন্নিবেশ।**—জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৯ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ১০ক এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ১০খ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

**"১০খ। বিশেষ পরিস্থিতিতে চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের অপসারণের ক্ষেত্রে সরকারের ক্ষমতা।**—এই আইনের অন্যান্য বিধানে কিংবা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, বিশেষ পরিস্থিতিতে অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিলে বা জনস্বার্থে, যে কোনো বা সকল জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্যকে অপসারণ করিতে পারিবে।"।



**মূল্য :** টাকা ৪.০০

৩। **২০০০ সনের ১৯ নং আইনে নূতন ধারা ৮২ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ৮২ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৮২ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:

**"৮২ক। বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রশাসক নিয়োগ ও কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে সরকারের ক্ষমতা।**—(১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে কিংবা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, বিশেষ পরিস্থিতিতে, অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিলে বা জনস্বার্থে, যে কোনো জেলা পরিষদের উহার কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, একজন উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত উপযুক্ত কর্মকর্তাকে পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনবোধে, যথাযথ বলিয়া বিবেচিত হয় এমন সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে গঠিত কমিটিকে প্রশাসকের কর্ম সম্পাদনে সহায়তা প্রদানের জন্য নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী নিযুক্ত প্রশাসক এবং উপ-ধারা (২) অনুযায়ী নিযুক্ত কমিটির সদস্যবৃন্দ, যদি থাকে, যথাক্রমে, চেয়ারম্যান ও সদস্যের ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।"।

**৪। রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) জেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ (২০২৪ সনের ২ নং অধ্যাদেশ) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

# উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত বিবৃতি

বাংলাদেশের সুদীর্ঘকাল যাবৎ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে সকল স্তরে জনবলের নিকট বহুমাত্রিক সেবা প্রদান করে আসছে। বর্তমানে দেশে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদ-এই পাঁচ স্তরের স্থানীয় সরকার কাঠামো বিদ্যমান রয়েছে।

০২। জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ প্রণীত হওয়ার পর হতে জেলা পরিষদসমূহ স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও জনসেবা প্রদানে গুরুত্বপূরণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তবে ০৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখে উদ্ভূত পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন জেলা পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ ধারাবাহিকভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত/আত্মগোপন/পলাতক থাকায় অধিকাংশ পরিষদের সেবামূলক কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে এবং জনসেবা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। এমতাবস্থায়, উদ্ভূত বিশেষ পরিস্থিতিতে জেলা পরিষদসমূহের জনসেবা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম সচল রাখার লক্ষ্যে জনস্বার্থে আইনটি সংশেধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

০৩। প্রস্তাবিত সংশোধনির মাধ্যমে বিদ্যমান আইনে ০২ (দুই)টি নতুন ধারা সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছে। সংশোধনীর উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ নিম্নরূপ :

(ক) পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে জনপ্রতিনিধিগণের অনুপস্থিতিজনিত বিশেষ পরিস্থিতিতে জেলা পরিষদের সকল প্রকার জনসেবা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম নির্বিঘ্নভাবে পরিচালনার বিধান নিশ্চিতকরণ ;

(খ) বিদ্যমান আইনে বিশেষ পরিস্থিতিতে চেয়াম্যান ও সদস্যগণের অপসারণ সংক্রান্ত কোনো বিধান না থাকায়, প্রস্তাবিত সংশোধনীর মাধ্যমে জনস্বার্থে উক্ত পদাধিকারীদের অপসারণের বিধান সংযোজন (নতুন ধারা ১০খ) ;

(গ) বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রশাসক নিয়োগের মাধ্যমে জেলা পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনা এবং প্রশাসকের কার্যসম্পাদনে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি সহায়ক কমিটি গঠনের বিধান সংযোজন (নতুন ধারা ৮২ক)।

০৪। উপর্যুক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ সংশোধনকল্পে '**জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০২৬**' শীর্ষক বিলিটি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হলো।

**মীর শাহে আলম**
ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী।

---

**বারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া**
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd